... প্রকৃতি কন্যা সিলেট

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, সিলেট
রাজস্ব (এসএ) শাখা

...

সভাপতি	এম. কাজী এমদাদুল ইসলাম জেলা প্রশাসক
সভার তারিখ	২৭-০৮-২০১৯
সভার সময়	সকাল ১১ঃ৩০ ঘটিকা
স্থান	জেলা প্রশাসক, সিলেট এর সম্মেলন কক্ষ
উপস্থিতি	০১. জনাব মোহাম্মদ নাসির উল্লাহ খান, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব), সিলেট। ০২। জনাব মোঃ মোজাফফর হোসেন, সহকারী প্রকৌশলী (প্রতিনিধি), সিলেট গণপূর্ত বিভাগ, সিলেট। ০৩। জনাব মোঃ আনিছুর রহমান, উপ বিভাগীয় প্রকৌশলী, সড়ক ও জনপথ বিভাগ, সিলেট। ০৪। জনাব এ.কে.এম নিলয় পাশা, উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলী (প্রতিনিধি), পানি উন্নয়ন বোর্ড, সিলেট। ০৫। জনাব বিজেন ব্যানার্জী, উপজেলা নির্বাহী অফিসার, কোম্পানীগঞ্জ, সিলেট।

উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কাজ শুরু করা হয়।

১। সিলেট জেলাধীন ১৪২৬ বাংলা সনে ইজারাযোগ্য বালুমহাল ইজারা প্রদানের লক্ষে বালুমহাল ও মাটি ব্যবস্থাপনা আইন, ২০১০ ও ভূমি মন্ত্রণালয়ের ২২-০৩-২০১১ তারিখের ভূঃমঃ/শা-৩/বালুমহাল ও মাটি ব্যবস্থাপনা বিধি-১৭/২০১০(অংশ)-১৫৩ নম্বর স্মারক এবং এ কার্যালয়ের স্মারক নম্বর-২৪৯৭, তারিখঃ ৫ই নভেম্বর'২০১৮ এর আলোকে বালুমহাল ইজারা দরপত্রে অংশগ্রহণের জন্য তালিকাভূক্তির নিমিত্ত বিগত ০৪ই ডিসেম্বর,২০১৮ তারিখে দৈনিক ''যুগভেরী'' পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয় এবং সংশ্লিষ্ট সকল অফিস সমুহে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য পত্র দেয়া হয়। উক্ত বিজ্ঞপ্তির প্রেক্ষিতে ইজারা দরপত্রে অংশগ্রহণের জন্য ১ম শ্রেণীর তালিকাভুক্তির নিমিত্ত নির্ধারিত ছকে ৩১(একত্রিশ) টি আবেদন পাওয়া যায়। উক্ত আবেদনগুলি যাচাই বাছাইয়ের পর ১ম শ্রেণীর ৩১(একত্রিশ)টি ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানকে অনুমোদন দেয়া হয় এবং সিলেট জেলাধীন ১৪২৬ বাংলা সনে ইজারাযোগ্য ৩৫(পয়ঁত্রিশ)টি বালুমহাল ইজারা প্রদানের লক্ষে এ কার্যালয়ের স্মারক নম্বর- ০৫.৪৬.৯১০০.০০৮.৫২.১০৬.১৯-৮৪০, তারিখঃ ২৪-০৩-২০১৯ মাধ্যমে এর আলোকে গত ২৬শে মার্চ, ২০১৯ তারিখ স্থানীয় দৈনিক ''উত্তরপূর্ব'' ও জাতীয় দৈনিক ''কালের কন্ঠ'' পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়। তাছাড়া বহুল প্রচারের নিমিত্ত সকল উপজেলা নির্বাহী অফিসার, সকল সহকারী কমিশনার (ভূমি), জেলা তথ্য অফিসার ও আঞ্চলিক পরিচালক, বাংলাদেশ বেতারসহ সংশ্লিষ্ট সকল অফিস সমুহে প্রেরণ করা হয়। ভূমি মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনামতে সরকারী দর পাওয়া না গেলে কমপক্ষে তিনবার ডাক অব্যাহত রাখার জন্য বলা হয়েছে। তৎপ্রেক্ষিতে ১৪২৬ বাংলা সনের ইজারা বিজ্ঞপ্তিতে ১ম, ২য় ও ৩য় পর্যায়ভূক্ত করে নির্ধারিত দিনপঞ্জি উল্লেখ করা হয়েছে। ইতোমধ্যে ৩য় পর্যায়ের ইজারা কার্যক্রম সমাপ্ত হয়েছে এবং ৪র্থ থেকে ৯ম পর্যায়ভূক্ত করে টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে। ৪র্থ পর্যায় ধার্য তারিখ অনুযায়ী ২৯-০৭-২০১৯ তারিখে অফিস সময় পর্যন্ত কমিশনার, সিলেট বিভাগ, সিলেট; জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, রাজস্ব শাখা, সিলেট ও উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয়ে দরপত্র ফরম বিক্রয়ের জন্য ধার্য ছিল এবং ৩০-০৭-২০১৯ তারিখ বিকাল ২ঃ০০ ঘটিকা পর্যন্ত উক্ত অফিস সমুহে দরপত্র ফরম দাখিলের জন্য নির্ধারিত ছিল। ধার্য তারিখে দাখিলকৃত দরপত্র সমুহ ৩১-০৭-২০১৯ তারিখ বিকাল ২:০০ঘটিকায় উপস্থিত দরপত্র দাতাগণের সামনে দরপত্র বাক্স খোলা হয়। মোট ০১(এক)টি বালুমহালের বিপরীতে ০১(এক)টি দরপত্র পাওয়া যায়।

মোট ইজারাকৃত বালুমহালের সংখ্যাঃ-৩৫টি। ৪র্থ পর্যায়ে সিলেট জেলার কোম্পানীগঞ্জ উপজেলার ''ধলাই নদী' বালুমহালের বিপরীতে ০১(এক) টি দরপত্র পাওয়া যায়। প্রাপ্ত দরপত্রসমূহ সভায় উপস্থাপন করা হয়। সভায় বিস্তারিত
আলোচনা ও নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

উপজেলাঃ কোম্পানীগঞ্জ (১.১) **<u>''ধলাই নদী''বালুমহালঃ</u>** বালুমহালটির আয়তন ৪৪৫.০৮ একর। পূর্ববর্তী ইজারামূল্য-২,৭১,৫০,০০০/-টাকা। ১০% বর্ধিত হারে সরকারি ইজারামূল্য-২,৯৮,৬৫,০০০/-টাকা নির্ধারণ করা হয়। বালুমহালটি

১৪২৬ বাংলা সন মেয়াদে ০১বছরের জন্য ইজারা প্রদানের নিমিত্ত দরপত্র বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হলে ৪র্থ পর্যায়ে উক্ত বালুমহালের বিপরীতে বালুমহাল ও মাটি ব্যবস্থাপনা আইন,২০১০ ও বিধিমালা, ২০১১ অনুযায়ী ১টি দরপত্র পাওয়া যায়। যার বিবরণ নিমণরূপঃ

ক্রঃ নম্বর	বালুমহালের নাম ও উপজেলা	আয়তন (একরে)	সরকারি মূল্য	দরদাতার নাম ও শ্রেণী	দাখিলকৃত জামানতের পরিমাণ	দরপত্র প্রাপ্ত দাখিলীয় দর	মন্তব্য
১.	ধলাই নদী কোম্পানীগঞ্জ সিলেট	৪৪৫.০৮	২,৯৮,৬৫,০০০	মোঃ মশউদ আহমদ পিতা-মৃত মাহমুদ আলী প্রোঃ-মেসার্স মাহমুদ তেজারতি সংস্থা সাং- শেখপাড়া, পোঃ-শ্রীরামপুর উপজেলা-দক্ষিণ সুরমা, সিলেট	৮২,০০,০০০	৩,১৫,০০,০০০/-	তালিকাভূক্তি নম্বর-৫৪ ও ১ম শ্রেণী

সিদ্ধান্ত: সিলেট জেলার কোম্পানীগঞ্জ উপজেলাধীন ''ধলাই নদী'' বালুমহালের একমাত্র দরদাতা জনাব মোঃ মশউদ আহমদ, পিতা-মৃত মাহমুদ আলী, প্রোঃ-মেসার্স ''মাহমুদ তেজারিত সংস্থা'', সাং শেখপাড়া, পোঃ-শ্রীরামপুর, উপজেলা- দক্ষিণ সুরমা, সিলেট এর দাখিলীয় দর =৩,১৫,০০,০০০/- (তিন কোটি পনের লক্ষ) টাকা। যা সরকারি ইজারামূল্যের চেয়ে বেশি ও সন্তোষজনক।

এখানে উল্লেখ্য যে, উক্ত বালুমহালের বিপরীতে ১৪২৫ বাংলা সনের ইজারাদার মহামান্য হাইকোর্টে ৩৫৭২/২০১৯ নম্বর রিট মামলা দায়ের করেন। উক্ত মামলার বিপরীতে মহামান্য সুপ্রীমকোর্টের আপীল বিভাগে সিভিল মিসেলেনিয়াস পিটিশন নম্বর-৪০৩/২০১৯ দায়ের করা হয়। উক্ত মামলায় মহামান্য হাইকোর্টে ৩৫৭২/২০১৯ নম্বর রিট মামলার বিগত ০১.০৪.২০১৯ তারিখে প্রদত্ত আদেশের বিষয়ে নিম্নরূপ আদেশ প্রদান করা হয়ঃ

"Stay as prayed for is granted for 4(Four) weeks. In the meantime, the petitioner are directed to file regular leave petition."

এখানে আরো উল্লেখ্য যে, পূর্বের ইজারাদার কর্তৃক বিগত ১৩-০৩-২০১৯ তারিখে এ কার্যালয়ে দাখিলকৃত আবেদনপত্রটি নিষ্পত্তি করার জন্য মহামান্য হাইকোর্টে দায়েরকৃত রিট পিটিশনে উল্লেখ করা হয়েছে। উক্ত আবেদনপত্রটি এ কার্যালয়ের ০৩-০৪-২০১৯ তারিখের ১০২৬ নম্বর স্মারকে নিষ্পত্তি করতঃ আবেদনকারীসহ (জনাব আব্দুর রহমান, পিতা-মকবুল আলী, প্রোঃ-মেসার্স "তাওহিদ এন্টারপ্রাইজ", সাং-বুড়িডহর, উপজেলা-কোম্পানীগঞ্জ, সিলেট) সংশ্লিষ্ট সকলকে অবহিত করা হয়েছে।

বালুমহালটি ইজারা প্রদানের বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। উক্ত বালুমহালটির অবস্থান ''ধলাই নদী''তে অবস্থিত ব্রিজের উভয় পাশে। সভায় আলোচনাক্রমে জানা যায় বালুমহাল থেকে বালু উত্তোলনের ফলে ব্রিজটি মারাত্মক ঝুঁকিতে অবস্থান করছে। উক্ত বিষয়সমূহ আলোচনাঅন্তে নিম্নরূপ সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়ঃ

উক্ত বালুমহালটি ব্রিজের উভয় পার্শ্বে হওয়ার কারণে বালু উত্তোলন করলে ব্রিজের কোন ক্ষয়-ক্ষতি হবে কিনা সেবিষয়ে সরেজমিন তদন্তপূর্বক বিস্তারিত মতামতসহ প্রতিবেদন প্রেরণ করার জন্য নির্বাহী প্রকৌশলী, সড়ক ও জনপথ বিভাগ ও নির্বাহী প্রকৌশলী, পানি উন্নয়ন বোর্ড, সিলেটকে পত্র দেয়ার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। উক্ত সিদ্ধান্তে আলোকে এ কার্যালয়ের ০৪-০৮-২০১৯ তারিখের ২২৪৫ নম্বরে স্মারকে প্রতিবেদন প্রেরণ করার জন্য নির্বাহী প্রকৌশলী, সড়ক ও জনপথ বিভাগ ও নির্বাহী প্রকৌশলী, পানি উন্নয়ন বোর্ড, সিলেটকে পত্র দেয়া হয়।"

উক্ত পত্রের প্রেক্ষিতে নির্বাহী প্রকৌশলী, পানি উন্নয়ন বোর্ড, সিলেট সুনির্দিষ্ট মতামতসহ প্রতিবেদন প্রেরণ না করায় বিগত ০৮-০৮-২০১৯ তারিখে অনুষ্ঠিত সভায় সভাপতি, বালুমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটি, সিলেট দুঃখ প্রকাশ করেন এবং আগামী সভার পূর্বে পুনরায় সুনির্দিষ্ট মতামতসহ প্রতিবেদন প্রেরণ করার জন্য নির্বাহী প্রকৌশলী, পানি উন্নয়ন বোর্ড, সিলেটকে সভার পক্ষ থেকে অনুরোধ করা হয়।

নির্বাহী প্রকৌশলী, পানি উন্নয়ন বোর্ড, সিলেট কর্তৃক বিগত ০৮-০৮-২০১৯ তারিখের ৩৯৭ নম্বর স্মারকে কোম্পানীগঞ্জ উপজেলাধীন "ধলাই নদী" বালুমহালের ইজারা প্রদানের বিষয়ে মতামত প্রদান করেন। যা নিম্নরূপঃ

"বর্ণিত বালুমহালে ব্রীজের অবস্থান ও উক্ত বালুমহাল থেকে বালু উত্তোলন করলে ব্রীজের কোন ক্ষয়-ক্ষতি হবে কিনা সে বিষয়ে পানি উন্নয়ন বোর্ডের উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলী ও শাখা কর্মকর্তা কর্তৃক সরেজমিন পরিদর্শন করতঃ তৈরীকৃত মতামতসহ প্রতিবেদন পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য প্রেরণ করা হয়।"

নির্বাহী প্রকৌশলী,সওজ, সিলেট সড়ক বিভাগ , সিলেট কর্তৃক বিগত ০৭-০৮-২০১৯ তারিখের ২৯৯৮ নম্বর স্মারকে কোম্পানীগঞ্জ উপজেলাধীন "ধলাই নদী" বালুমহালের ইজারা প্রদানের বিষয়ে মতামত প্রদান করেন। যা নিম্নরূপঃ

"সিলেট জেলার কোম্পানীগঞ্জ উপজেলার "ধলাই নদীর" উপর ২০০৭ সালে ৪৩৪ মিটার দীর্ঘ ধলাই সেতু নির্মিত হয়। সেতুর উভয় প্রান্তের এপ্রোচ সড়ক মোট ৭.০৪ একর ভূমিব্যাপী বিস্তৃত। ৫৭ নম্বর জেএলস্থিত কালাসাদক মৌজার সিট নম্বর-২, দাগ নম্বর-৪৭৪, ৪৭৫, ৪৭৬, ৪৯৪, ৪৯৫, ৪৯৭, ৪৯৮, ৪৯৯, ৫০১ ও ৫০২। উক্ত সেতুর অবস্থান স্থলের উভয়পার্শ্বে নদী বরাবর উজানে ৫০০ মিটার ও ভাটিতে ৫০০ মিটার করে মোট ১০০০ মিটারের ভেতর নদী হতে বালু উত্তোলন করা হলে সেতুর স্ট্রাকচারাল ক্ষয়-ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। তাই উক্ত স্থান বাদ দিয়ে বালুমহালের ইজারা প্রদান করা যেতে পারে মর্মে উল্লেখ করতঃ প্রতিবেদনটি পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য প্রেরণ করা হয়।"

একই বিষয়ে উপজেলা ভূমি অফিস, কোম্পানীগঞ্জ, সিলেট এর ১৮-০৮-২০১৯ তারিখের ৫০১ নম্বর স্যাচম্যাপসহ প্রতিবেদন প্রেরণ করা হয়। যা নিম্নরূপঃ

"১৪৮ নম্বর দাগে ১৯২.১৬ একর ভূমির মধ্যে ৮.৫৬ একর ভূমি বাদে মোট ১৮৩.৬০ একর ভূমি ও ৪৯৩ নম্বর দাগে ৮৫.৮০ একর ভূমির মধ্যে ৫৩.৫৩ একর ভূমি বাদে ৩২.২৭ একর ভূমি ইজারা প্রদান করা হলে ব্রীজের উভয় পার্শ্বের কোন ক্ষতি হবে না।"

সদস্য সচিব সভাকে অবহিত করেন যে, উক্ত বালুমহালের মোট ভুমির পরিমাণ-৪৪৫.০৮ একর, যা এ কার্যালয় হতে প্রতিবছর ইজারা প্রদান করা হয়। তাই ১৪২৬ বাংলা সনে ১৪৮ নম্বর দাগে ১৯২.১৬ একর ভূমির মধ্যে ৮.৫৬ একর ভূমি বাদে মোট ১৮৩.৬০ একর ভূমি ও ৪৯৩ নম্বর দাগে ৮৫.৮০ একর ভূমির মধ্যে ৫৩.৫৩ একর ভূমি বাদে ৩২.২৭ একর সর্বমোট (৪৪৫.০৮-৬২.০৯)=৩৮২.৯৯ একর ভূমি ইজারা প্রদান করা যেতে পারে এবং একই সাথে মিস কেস রজ্জুক্রমে সংশোধিত প্রস্তাব প্রেরণের জন্য সহকারী কমিশনার (ভূমি), কোম্পানীগঞ্জ, সিলেটকে বলা যেতে পারে।

সিদ্ধান্তঃ (ক) সিলেট জেলার কোম্পানীগঞ্জ উপজেলাধীন "ধলাই নদী" বালুমহালের একমাত্র দরদাতা জনাব মোঃ মশউদ আহমদ, পিতা-মৃত মাহমুদ আলী, প্রোঃ-মেসার্স ''মাহমুদ তেজারিত সংস্থা'', সাং শেখপাড়া, পোঃ-শ্রীরামপুর, উপজেলা- দক্ষিণ সুরমা, সিলেট এর দাখিলীয় দর =৩,১৫,০০,০০০/- (তিন কোটি পনের লক্ষ) টাকা, যা সরকারি ইজারামূল্যের চেয়ে বেশি ও সন্তোষজনক হওয়ায় জেলা বালুমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটি কর্তৃক উক্ত দরদাতার অনুকূলে ১৪২৬ বাংলা সনের দখল প্রদানের তারিখ হতে ৩০ চৈত্র পর্যন্ত সময়ের জন্য তার অনুকূলে উক্ত বালুমহালটি ইজারা প্রদানের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

(খ) ১৪২৬ বাংলা সনে (৪৪৫.০৮-৬২.০৯)=৩৮২.৯৯ একর ভূমি ইজারা প্রদানের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় ।

(গ) উক্ত বালুমহাল হতে ৬২.০৯ একর ভূমি রেজিস্টার-৬ হতে কর্তনসহ উক্ত বিষয়ে মিস কেস রজ্জুক্রমে রেজিস্তার-৬ সংশোধনের প্রস্তাব প্রেরণের জন্য সহকারী কমিশনার (ভূমি), কোম্পানীগঞ্জ, সিলেটকে নির্দেশনা প্রদান করা হয়।

আলোচনা-১.২: বিবিধ(ক) ১৪২৬ বাংলা সনে অ-ইজারাকৃত বালুমহাল হতে কেউ যাতে অবৈধভাবে বালু উত্তোলন করতে না পারে সেদিকে সংশ্লিষ্ট সকলকে সজাগদৃষ্টি রাখার এবং প্রয়োজনে বালুমহাল ও মাটি ব্যবস্থাপনা আইন, ২০১০ মোতাবেক মোবাইল কোর্ট পরিচালনার জন্য সভায় সভাপতির দৃষ্টি আকর্ষন করা হয়।

(খ) ১৪২৬ বাংলা সনে অ-ইজারাকৃত ২৭ টি বালুমহাল টেন্ডার বিজ্ঞপ্তিতে ইজারা প্রদানের জন্য উল্লেখ থাকলেও ইজারা প্রদান করা সম্ভব হচ্ছে না বিধায় ইজারা প্রদানের বিষয়ে সভায় সভাপতির দৃষ্টি আর্কষন করা হয়।

সিদ্ধান্ত:১.২(ক) বালুমহাল ও মাটি ব্যবস্থাপনা আইন, ২০১০ মোতাবেক মোবাইল কোর্ট পরিচালনার জন্য সংশ্লিষ্ট সকল উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও সহকারী কমিশনার (ভূমি)-কে অনুরোধ জানানোর সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

১.২(খ) ১৪২৬ বাংলা সনে অ-ইজারাকৃত ২৭ টি বালুমহালের টেন্ডার বিজ্ঞপ্তিটি বহুল প্রচারের নিমিত্তে সকল উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও সহকারী কমিশনার (ভূমি) বরাবরে পুনরায় টেন্ডার বিজ্ঞপ্তিটি প্রেরণ করার সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় এবং স্থানীয় জনগণসহ সকলকে উক্ত কার্যক্রম সম্পর্কে অবহিত করার অনুরোধ জানানোর সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

১.৩(গ) ১৪২৬ বাংলা সনে অ-ইজারাকৃত ২৭ টি বালুমহালের বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের নিমিত্ত আগামী ২৯-০৮-২০১৯ তারিখ রোজ বৃস্পতিবার দুপুর ১২ঃ৩০ ঘটিকায় জেলা বালুমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটির সভা আহবানের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

সভায় আর কোন আলোচনা না থাকায় উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

এম. কাজী এমদাদুল ইসলাম
জেলা প্রশাসক

স্মারক নম্বর: ০৫.৪৬.৯১০০.০০৮.৫২.০০১.১৯.২৯১

তারিখ: ১৩ ভাদ্র ১৪২৬

২৮ আগস্ট ২০১৯

বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়) :

১) মাননীয় মন্ত্রী, ভুমি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা

২) প্রতিমন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রীর দপ্তর, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ

৩) মাননীয় সংসদ সদস্য, সিলেট-৫

৪) সচিব, ভূমি মন্ত্রণালয়

৫) সচিব, সচিবের দপ্তর, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ

৬) বিভাগীয় কমিশনার, বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়, সিলেট।

৭) পুলিশ সুপার, সিলেট

৮) মহাপরিচালক, খনিজ সম্পদ উন্নয়ন ব্যুরো (বিএমডি)

৯) পরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তর, বিভাগীয় কার্যালয়, সিলেট

১০) নির্বাহী প্রকৌশলী, গণপূর্ত অধিদপ্তর, সিলেট

১১) চেয়ারম্যান, বিডব্লিউটিএ, ১৪১-১৪৩, মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা।

১২) নির্বাহী প্রকৌশলী (সওজ), নির্বাহী প্রকৌশলীর (সওজ) কার্যালয়, সড়ক ও জনপদ অধিদপ্তর, সিলেট জেলা

১৩) নির্বাহী প্রকৌশলী, পানি উন্নয়ন বোর্ড, সিলেট

১৪) উপজেলা নির্বাহী অফিসার, উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয়, কোম্পানীগঞ্জ, সিলেট

১৫) সহকারী কমিশনার (ভূমি), সহকারী কমিশনার (ভূমি) এর দপ্তর, উপজেলা ভূমি অফিস, কোম্পানীগঞ্জ, সিলেট

১৬) সহকারী কমিশনার, আইসিটি শাখা, জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, সিলেট (ওয়েব পোর্টালে আপলোডের জন্য)

এম. কাজী এমদাদুল ইসলাম
জেলা প্রশাসক